ফেসবুকে নারী-পুরুষের প্রতি অবমাননাকর পেজগুলোর বাছাইকৃত নমুনার আধেয় বিশ্লেষণ

শরীফা উম্মে শিরিনা

তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। ইন্টারনেটের সুবাদে ভৌগোলিক দূরত্বকে জয় করে গোটা পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। এটা সম্ভব হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে। বিখ্যাত লেখক হাক্সলি তাঁর ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে যোগাযোগের এমন বিস্ময়কর অগ্রগতি কল্পনা করেছেন, যখন মানুষ আর কষ্ট করে চিঠিপত্র লিখে যোগাযোগ করবে না। এমন এক যন্ত্র আসবে যা মানুষের মনকে পড়তে পারবে এবং নিজেই সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবে (মিত্র ও ওয়াটস ২০০২; উদ্ধৃত: ইসলাম ২০১০)। হাক্সলির কল্পিত ভবিষ্যৎ কোনোদিন সত্যে পরিণত হবে কি না সে বিষয়ে জানা না গেলেও মানুষ যে অক্লান্ত চেষ্টা দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীকে ইতোমধ্যেই হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে তা সর্বজনস্বীকৃত।

বর্তমান যুগে যোগাযোগের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে জানা যায়। বলা যায়, Internet has changed the way we communicate entirely. We email instead of write and we text instead of call.। ইন্টারনেটের সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ২০০৪ সালের মার্ক জুকারবার্গ-এর উদ্ভাবিত ফেসবুক। ইন্টারনেটের সাহায্যে ফেসবুকের মাধ্যমে মানুষ এখন ঘরে বসেই একজন আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে অসম্ভব জনপ্রিয় অনলাইন সামাজিক নেটওয়ার্ক হচ্ছে ফেসবুক। ফেসবুকে মানুষ নিজেদের প্রোফাইল তৈরি ছাড়াও অন্যের প্রোফাইল দেখতে পারেন। এখানে ব্যবহারকারীগণ নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরতে পারেন। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক মনোভাব, শখ, কাজ, বৈবাহিক অবস্থা, সম্পর্ক, পছন্দের গান, চলচ্চিত্রের কথা তুলে ধরতে পারেন। এখানে বন্ধুত্ব করা, গ্রুপ তৈরি, ছবি, গান এবং ভিডিও আপলোড ও ডাউনলোড করা যায়।

ফেসবুকের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যেমন বাড়ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারী-পুরুষের অবমাননার চিত্র। ফেসবুকের বিভিন্ন সাইটে সচেতন ও অসচেতনভাবে জেন্ডার-বৈষম্যমূলক কাজ করা হচ্ছে। ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ফেসবুকের ১০ কোটিরও বেশি রেজিস্টার্ড গ্রাহক রয়েছে। প্রতিমাসে ১০ কোটি ফেসবুক ব্যবহারকারী এখানে সক্রিয় থাকেন (www.statista.com/ statistics 272014)।

ফেসবুক ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সীমা অতিক্রম করে মানুষকে যুক্ত করতে সক্ষম। তবে এখানে ব্যবহৃত ভাষা, শব্দ, ছবি, বিভিন্ন প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নারী-পুরুষকে অবমাননা করা হচ্ছে। ফেসবুকে কিছু পেজ আছে যেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রতিদিন এই পেজগুলোতে জেন্ডার অসংবেদনশীল ভাষা, শব্দ, মন্তব্য, ছবি ইত্যাদি আপলোড করা হচ্ছে।

ফেসবুকের এই পাবলিক পেজগুলোর আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবমাননার চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণায়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ফেসবুকের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অবস্থানরত বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। বাল্যকালের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এই ফেসবুকে। করা যায় প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান। আবার ফেসবুক জগতে তথ্য শেয়ারের স্বাধীনতা থাকায় অনেকে এর অপব্যবহারও করে থাকে। ইচ্ছেমতো কৃত্রিম আইডি ও বিভিন্ন পাবলিক পেজ খুলে আপত্তিকর নানা মন্তব্য, ছবি ও ভিডিও শেয়ারের মাধ্যমে এখানে অবমাননা করা হয় নারী-পুরুষকে। যেহেতু ফেসবুকের বিভিন্ন পাবলিক পেজে বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলায়ই নারী-পুরুষকে অবমাননা করে চরম জেন্ডার অসংবেদনশীলতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, কাজেই এই পেজগুলোর আধেয় সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। এই ভিত্তি থেকেই 'ফেসবুকে নারী-পুরুষের প্রতি অবমাননাকর পেজগুলোর বাছাইকৃত নমুনার আধেয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এর ফলে নারী-পুরুষের অবমাননার চিত্রটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতির মাধ্যমে সামনে উঠে আসবে এবং এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এমনকি অন্য গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- যোগাযোগের নামে নারী-পুরুষের প্রতি যে অবমাননাকর মন্তব্য, ভাষা, শব্দ, প্রতীক ব্যবহার করা হয় তা খতিয়ে দেখা এবং কাঠামোগত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবমাননার সার্বিক চিত্র তুলে ধরা;
- পেজগুলোর জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাই;
- নারীদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয় কি না তা খতিয়ে দেখা;
- অহেতুক কৌতুক করার নামে নারী-পুরুষকে হেয় করার চিত্র তুলে ধরা;
- আপত্তিকর ও অসংবেদনশীল ছবি ও ভিডিও পর্যবেক্ষণ করা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা

ফেসবুক নিয়ে বাংলাদেশে স্বল্প পরিসরে বেশ কিছু গবেষণা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশে ফেসবুক নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। 'ফেসবুকে নারী-পুরুষের প্রতি অবমাননাকর পেজগুলোর বাছাইকৃত নমুনার আধেয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার প্রয়োজনে এখানে কিছু প্রাসঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা করা হলো :

২০১০ সালে রাইসুল ইসলাম 'ফেইসবুকে জেন্ডার মুখচ্ছবি' শীর্ষক গবেষণায় দেখান যে, বর্তমান যুগে ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইমেইল, মোবাইলের দ্বারা হয়রানির শিকার হচ্ছে নারীরা। ফেসবুকের ওয়ালে

বিভিন্ন ব্যক্তিগত বার্তা পোস্ট করা, নারীদের বিভিন্ন হয়রানি ও বৈষম্যমূলক বার্তা পাঠানো, অচেনা কাউকে বন্ধুত্বের জন্য আমন্ত্রণ করা ইত্যাদি সাইবার বুলিং। নারীদের পাশাপাশি পুরুষ সদস্যরাও এই সাইবার বুলিং-এর শিকার হচ্ছে। তবে তুলনামূলকভাবে নারীরা বেশি সহিংসতার শিকার হয়। বিভিন্ন গ্রুপে পোস্ট করা নারীদের ছবিগুলোতে শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ট্যাগ করে অশ্লীল মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো করছে ছেলেরা। তবে অনেক নারী Best Cool model নামক গ্রুপে অশালীন মন্তব্য করেছেন। অনেক গ্রুপে ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষের ঠিকানা, ফোন নম্বর দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিশেষত নারীদের ফোনে শুরু হচ্ছে উৎপাত। এ থেকে দেখা যায়, প্রতিনিয়ত ফেসবুক কীভাবে জেন্ডার অসংবেদনশীল কর্মকাণ্ডকে প্রমোট করছে (ইসলাম ২০১০)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষা 'বাংলাদেশের ফেসবুকের সামাজিক প্রভাব'-এ দেখানো হয়েছে যে, ফেসবুক জগতে তথ্য শেয়ারের স্বাধীনতা থাকায় অনেকে ফেসবুকের অপব্যবহার করে থাকে। ফেসবুকে ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা খর্ব হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে। ফলে জড়িয়ে পড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে। পাশাপাশি তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে। মানুষ হারাচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ (নিরীক্ষা, ১৯২-১৯৩তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১১ - জুন ২০১২)।

২০১৪ সালে পরিচালিত Gender differences in Facebook self-presentation: An international randomized study শীর্ষক গবেষণায় ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য খুঁজে দেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা প্রোফাইল তথা কাভার ছবির জেন্ডার আইডেনটিটির ভিত্তিতে নারী-পুরুষকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন। এতে তারা খুব বেশি জেন্ডার পার্থক্য দেখান নি। এখানে দেখানো হয়েছে যে, নারীদের তুলনায় পুরুষরা তাদের স্ট্যাটাসের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়। পুরুষরা ফেসবুকে অর্থ, ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কিত স্ট্যাটাস বেশি প্রদান করে। অন্যদিকে, নারীরা হাসিমুখ বা বিভিন্ন ঢংয়ের দৃষ্টিআকর্ষক ছবি উপস্থাপন করে। অর্থাৎ নারীদের প্রোফাইল পিকচারে আবেগের বহিঃপ্রকাশ থাকে বেশি। ফেসবুকে জেন্ডার বৈষম্য আরো বেশি পরিমাণে বিদ্যমান (http://www.loooker, comlwp-conten uplouds/2014Gender differences in facebook self presentation an international randomized)।

'নারী প্রসঙ্গ : নিপীড়ক পুরুষের ফেসবুক জীবন' শীর্ষক একটি মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তেমনি নিপীড়ক পুরুষ ফেসবুকেও নারী নিপীড়ন করে। ফেসবুকে নারী নিপীড়নের ধরন দেখলেই বোঝা যায়, নিপীড়ক পুরুষের কোনো ধর্ম, রাজনীতি কিংবা অন্য কোনো পরিচয় নেই। তার একমাত্র পরিচয় সে নিপীড়ক। ফেসবুকে কোনো খারাপ বস্তুকে নারীদের সাথে তুলনার প্রবণতা দেখা যায়। ফেসবুক হয়ে উঠেছে অনলাইনে বিকৃত যৌন মানসিকতা চর্চার জায়গা। এ ছাড়া, যৌনতানির্ভর ফেসবুক পেজও খোলা হয়েছে প্রচুর (http://www.notun-dincom/archive/?p=17024)।

তাত্ত্বিক কাঠামো

ফেসবুকে নারী-পুরুষকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে নারী-পুরুষকে কীভাবে অবমাননা করা হচ্ছে তা স্টুয়ার্ট হল-এর 'রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব'-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Representation: Cultural Representation and Signifying Practices (হল ১৯৯৭) নামক গ্রন্থে স্টুয়ার্ট হল প্রথম এ তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তবে ফার্দিন দ্য সঁস্যুর, রোলা বার্থ, মিশেল ফুকো প্রমুখ তাত্ত্বিক রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের বিকাশে অবদান রেখেছেন (হক ২০১৫)।

রিপ্রেজেন্টেশন হলো ভাষাকে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কাছে দুনিয়াকে অর্থপূর্ণভাবে বলা বা উপস্থাপন করা। শর্টার ইংলিশ ডিকশনারি অনুসারে রিপ্রেজেন্ট করা অর্থ প্রতীকায়ন করা, নমুনায়ন করা, বিকল্পন; যেমন 'খ্রিষ্ট ধর্মে, ক্রুশ-চিহ্নটি খ্রিষ্টের কষ্ট ও ক্রুশবিদ্ধকরণকে রিপ্রেজেন্ট করে'। অর্থাৎ রিপ্রেজেন্টেশন হলো ভাষায় মাধ্যমে আমাদের মনে বিরাজিত ধারণাগুলোর অর্থ উৎপাদন (হল ১৯৯৭)।

ফার্দিন দ্য সঁস্যুর মনে করেন, অর্থের উৎপাদন ভাষার ওপর নির্ভর করে। ভাষা হলো চিহ্ন পদ্ধতি। তাঁর মতে, দ্যোতক ও দ্যোতিত নামক দুটি উপাদানের সহযোগে চিহ্ন গঠিত হয়। দ্যোতক হলো সত্যিকারের বস্তু আর দ্যোতিত হলো বস্তু সংশ্লিষ্ট ধারণা। এই চিহ্ন পদ্ধতি বা সংকেতলিপি রিপ্রেজেন্টেশকে বজায় রাখে (হল ১৯৯৭; অনুবাদ : হক ২০১৫)।

আমাদের সমাজের মূলধারার মিডিয়াগুলোর মতো ফেসবুকেও এমন সব টেক্সট, ছবি, ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে, যাতে করে একটা রিপ্রেজেন্টেশনের কাঠামো তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষমতায় অনেক সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও জেন্ডার অবস্থান বুঝতে ভুল হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফেসবুকের বিভিন্ন পাবলিক পেজে যে বিভিন্ন ধরনের ছবি, মন্তব্য, প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা আমাদের মধ্যে কী অর্থ তৈরি করে এবং সেগুলো কতটা জেন্ডার অসংবেদনশীল ও নারী-পুরুষের জন্য কতটা অবমাননাকর তা বোঝার জন্য এ গবেষণায় তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে। ফেসবুকের এই পেজগুলো আমাদের মধ্যে কোন অর্থ হাজির করছে, তা-ই এই রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

- ফেসবুকের বিভিন্ন পেজে নারী-পুরুষের প্রতি অবমাননাকর ভাষা, ছবি ও প্রতীক উপস্থাপন করা হয় কি?
- ফেসবুকের বিভিন্ন পেজে জেন্ডার অসংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় কি?

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ স্পষ্টীকরণ ও সংজ্ঞায়ন

জেন্ডার : জেন্ডার শব্দটি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সমাজে নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন এবং সুবিধাভোগের ধারণাকে বোঝায়। মূলত আমাদের সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানের বৈষম্যমূলক চিত্র বিশ্লেষণ করা হয় জেন্ডার শব্দটি দ্বারা। জেন্ডার স্থান কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল।

এ গবেষণায় জেন্ডার প্রত্যয় দ্বারা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও রয়েছে, সে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা : সমাজের নারী-পুরুষকে আলাদা সত্তা না ভেবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করাই হলো জেন্ডার সংবেদনশীলতা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে একইরকম আচরণ করা ও উভয়ের প্রতি একই ভাষা ব্যবহার করাই হলো জেন্ডার সংবেদনশীলতা। অর্থাৎ, জেন্ডার সংবেদনশীলতা হলো নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এমন আচরণ, ভাষার ব্যবহার ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। মানুষের ব্যবহৃত ভাষা, শব্দচয়ন, ছবি, চিত্র, প্রতীক ইত্যাদির মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। তাই জেন্ডার নিরপেক্ষ ভাষা, শব্দ, ছবি, চিত্র ও প্রতীক ব্যবহার করাই জেন্ডার সংবেদনশীলতা। নারীবাদী লেখক কমলা ভাসিন-এর মতে, জেন্ডার সংবেদশীলতা হলো নারী-পুরুষ কেন ভিন্নভাবে আচরণ করে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তাদের প্রয়োজনগুলোও বোঝা (ভাসিন ২০০০)।

জেন্ডার অসংবেদনশীলতা : সমাজে বসবাসকৃত নারী-পুরুষকে আলাদা আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী ভাষা, শব্দ, চিত্র, ছবি, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করা ও সে অনুযায়ী আচরণ, কাজকর্ম ইত্যাদি করাই হলো জেন্ডার অসংবেদনশীলতা। অর্থাৎ, নারীকে পুরুষের অধস্তন হিসেবে দেখা এবং নারী দুর্বল, অসহায়, শুধু সন্তান লালনপালনকারী, পুরুষের যৌনকামনা চরিতার্থ করার মাধ্যম— এরকম ধারণ পোষণ করাই হলো জেন্ডার অসংবেদনশীলতা। জেন্ডার অসংবেদনশীলতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়; যেমন, ক্ষমতার ব্যবহার, ভাষা, শব্দ, ছবি, প্রতীক, অবাচনিক ভঙ্গি ইত্যাদি। সে অনুযায়ী নারীর প্রতি অবলা, অসহায়, দুর্বল, ঝগড়াটে, লোভী, মাগী ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা জেন্ডার অসংবেদনশীল আচরণ।

নারী-পুরুষের অবমাননা : এমন কিছু ভাষা, শব্দ, চিহ্ন, ছবি, প্রতীক আছে যেগুলো ব্যবহারের ফলে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবমাননা হয়; যেমন, ছেড়া, ছেড়ি, মাগী, সেক্সি, হট, দামড়া ইত্যাদি শব্দ একইসঙ্গে অবমাননাকর ও শ্রুতিকটু।

আপলোড : সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য ইন্টারনেটে যে কোনো ধরনের (লিখিত টেক্সট, ছবি, চিত্র, ভিডিও, অডিও ইত্যাদি) আধেয় প্রদান বা স্থানান্তর করাই আপলোড করা।

ডাউনলোড : ইন্টারনেট থেকে যে কোনো ধরনের (লিখিত টেক্সট, ছবি, চিত্র, ভিডিও, অডিও ইত্যাদি) আধেয় গ্রহণ করা বা নামানোই ডাউনলোড করা।

গবেষণা পদ্ধতি

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি হচ্ছে গণযোগাযোগ গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। ১৯৩১ সালে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যখন আলফ্রেড আর লিন্ডারস্মিথ পূর্বানুমানের বিরোধিতা করে এমন একটি পদ্ধতির জন্ম দেন (http://www.contentanalysis.org)। ১৯৫২ সালে বার্নার্ড বেরেলসন-এর Content Analysis in Communication Research নামক গ্রন্থ প্রকাশের পর আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এ গ্রন্থে তিনি আধেয় বিশ্লেষণকে সমাজবিজ্ঞান ও

গণমাধ্যম গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এ পদ্ধতিটি সমাজবিজ্ঞান ও গণমাধ্যম গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে (উইম্মার ও ডমিনিক ১৯৯৪)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার শত্রুদের প্রচারণা মূল্যায়নের জন্য হ্যারল্ড লাস্ওয়েলকে নিযুক্ত করার পর আধেয় বিশ্লেষণ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে জায়গা করে নেয় (প্রসাদ ২০০৮)। ১৯৬০-এর দশকে এটাকে 'গ্রাউন্ডেড তত্ত্ব' হিসেবে অনেকে বর্ণনা করেছেন। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল কোনো বিষয়ে মূল শব্দগুলোর পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণ করা, যাতে লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মসূচির সফলতা নির্ধারণে এটি অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ে কী ধরনের প্রবণতা দেখা দেবে তা নির্ধারণ করতেও এই আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয় (http://www.contentanalysis.org)। আবার এটির মাধ্যমে আধেয়ের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের বিশ্লেষণই করা যেতে পারে।

বার্নার্ড বেরেলসনের মতে, আধেয় বিশ্লেষণ হলো এমন একটি গবেষণা কৌশল, যার মাধ্যমে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে প্রচারিত আধেয়ের বস্তুনিষ্ঠ, পদ্ধতিগত ও পরিমাণগত বিবরণ বিশ্লেষণ করা যায় (উইম্মার ও ডমিনিক ১৯৯৪)।

কার্ডিংগার (১৯৮৬) চলকসমূহ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগের পদ্ধতিগত, বস্তুনিষ্ঠ ও পরিমাণগত ধারা বিশ্লেষণ ও গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করেন। আধেয় বিশ্লেষণকে তিনি (১৯৮০) উপাত্তের প্রেক্ষাপট অনুসারে উপাত্ত থেকে অনুলিপিকরণ ও বৈধ সিদ্ধান্ত তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গবেষণা কৌশল হিসেবেও উল্লেখ করেছেন (প্রসাদ ২০০৮)।

অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির মতো আধেয় বিশ্লেষণও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনটি মৌলিক নীতিকে নিশ্চিত করে; যথা :

১. **বস্তুনিষ্ঠ :** এর অর্থ স্বীকৃত ও স্পষ্ট নিয়মের মাধ্যমে বিশ্লেষণ পরিচালনা করা, যা ভিন্ন ভিন্ন গবেষককে একই ডকুমেন্ট বা বার্তা থেকে একই ফলাফল তুলে আনতে সক্ষম করে তুলে।

২. **পদ্ধতিগত :** এটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণায় গবেষকের ধারণাকে সমর্থন করার জন্য কোন বিষয়গুলো গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আর কোনগুলো বাদ দিতে হবে তা নির্ধারণ করে।

৩. **সাধারণীকরণ উপযোগিতা :** গবেষকের প্রাপ্ত ফলাফল একই ধরনের অন্যান্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

সমাজবিজ্ঞান, যোগাযোগ, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করলেও সমাজবিজ্ঞান ও গণযোগাযোগ গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক প্রতীক, গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন, সামাজিক ইস্যু বা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সংবাদ কাভারেজের মাত্রা, প্রকৃতি, ধরন ইত্যাদি বুঝতে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব,

বৈষম্য বা সাংস্কৃতিক প্রতীকের পরিবর্তন বিষয়ক সামাজিক প্রপঞ্চের গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ (প্রসাদ ২০০৮)।

উইকিপিডিয়া মতে, সাধারণত পাঁচ ধরনের আধেয় আছে; যথা :

১. লিখিত টেক্সট; যেমন, বই, পত্রিকা ইত্যাদি

২. মৌখিক টেক্সট; যেমন, বক্তৃতা, নাটক ইত্যাদি

৩. ভিজ্যুয়াল বা দৃশ্যমান টেক্সট; যেমন, চিত্রকলা, ছবি ইত্যাদি

৪. অডিও-ভিজ্যুয়াল টেক্সট; যেমন, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদি

৫. হাইপার টেক্সট; যেমন, ইন্টারনেটভিত্তিক টেক্সট (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি)

উপর্যুক্ত পাঁচ ধরনের টেক্সটই আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। 'ফেসবুকে নারী-পুরুষের প্রতি অবমাননাকর পেজগুলোর বাছাইকৃত নমুনার আধেয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার আধেয় হাইপার টেক্সট অর্থাৎ ইন্টারনেটভিত্তিক।

নমুনায়ন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পেজ যেমন আছে, তেমনি নারী-পুরুষের অবমাননাকর পেজের সংখ্যাও কম নয়। এই পেজগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। এ গবেষণার জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে ফেসবুকে প্রায় ১০০টি জেন্ডার অসংবেদনশীল বাংলা পেজের সন্ধান পাওয়া গেছে; যেমন, দুধ-এ ধোয়া তুলসী পাতা; আসেন একটু চাপা মারি; পুরাই মাথা নষ্ট; ১৮+ দেখলেই কেমন কেমন করে; বাংলার গল্প ১৮+; বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে; বাংলাদেশি মেয়ে; তোমাকেই ভালোবাসিত; না বলা ভালোবাসা; মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আমার সব; মাইয়া পাইলে পিওর- বিয়া করমু সিওর; বাংলাদেশি স্কুল-কলেজ এর মেয়েদের সকল ফটু; ভাই লাগবে না তোর জিন্সের প্যান্ট, ফেরত দে আমার লুঙ্গি; অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো; ভালোবাসি তাই ভালোবেসে যাই; ইত্যাদি।

উল্লিখিত পেজগুলোর মতো আরো অসংখ্য পেজ আছে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নারী-পুরুষের অবমাননাকর চিত্র, মন্তব্য, ভাষা ও প্রতীক আপলোড করা হচ্ছে। গবেষণার জন্য এ সকল পেজের মধ্য থেকে পাঁচটি নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পেজগুলো হলো :

১. 'বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে'

২. 'বাংলাদেশি স্কুল কলেজ এর মেয়ে দের সকল ফটু'

৩. 'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর'

৪. 'অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...'

৫. 'ফেসবুক ওড়না পার্টি ও নারী অবমাননাকারী পেইজ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান'

২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে এই পাঁচটি পেজে প্রদানকৃত পোস্টগুলোকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে তার পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেকটি থেকে ৩টি পোস্ট বাছাই করে মন্তব্যসহ তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি পেজ থেকে মোট ১৫টি পোস্টের মন্তব্যসহ আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নমুনায়নের কারণ

বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভিন্ন ধরনের পেজ বাছাই করা হয়েছে। নারীর প্রতি অবমাননাকর পেজগুলো বিপক্ষে তাদের অবদান জানার জন্য 'ফেসবুক ওড়না পার্টি ও নারী অবমাননাকারী পেইজ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান' নামক পেজটি বাছাই করা হয়েছে। তবে এখানেও অসংবেদনশীল ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য কেন নারীর সাথে সম্পর্ক রেখে পেজ খোলা হয়েছে তা জানার জন্য 'অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো' নামক পেজটি বাছাই করা হয়েছে।

নমুনা হিসেবে বাছাইকৃত পেজসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে' : এই পেজের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েদের ছবি, নাম ও ফোন নম্বর প্রদান করে তাদের সম্পর্কে অসংবেদনশীল মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। পেজের লিংক :

https://www.facebook.com/বাংলাদেশি-গ্রামের-মেয়ে-293830120817517/

'বাংলাদেশি স্কুল কলেজ এর মেয়ে দের সকল ফটু' : এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মেয়েদের ছবি আপলোড ও ভালোবাসার রগরগে গল্প পোস্ট করা হয়েছে। গল্পের ভাষা জেন্ডার অসংবেদনশীল। পেজের লিংক : https://www.facebook.com/BD.ok390/?fref=ts।

'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর' : এই পেজে মিডিয়া অভিনেত্রীদের বিভিন্ন স্ক্যান্ডাল, পর্ন ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদির লিংক এবং নারীদের নিয়ে অসংবেদনশীল কৌতুক পোস্ট করা হয়েছে। পেজের লিংক : https://www.facebook.com/groups/500437986754534/।

'অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...' : এই পেজের মাধ্যমে মূলত রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো হয়েছে। চালানো হয়েছে এখানে সরকারবিরোধী প্রচারণাও। পেজের লিংক : https://www.facebook.com/Orna.Porun/।

'ফেসবুক ওড়না পার্টি ও নারী অবমাননাকারী পেইজ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান' : এই পেজের মাধ্যমে মূলত ফেসবুকে যেসব নারী অবমাননাকারী পেজ আছে সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়েছে। তবে এরা নিজেরা জেন্ডার সংবেদনশীল ভাষা সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয়। পেজের লিংক : https://www.facebook.com/ban.ornapages/?fref=ts।

উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও যৌক্তিকতা

'ফেসবুকে নারী-পুরুষের প্রতি অবমাননাকর পেজগুলোর বাছাইকৃত নমুনার আধেয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে ফেসবুক থেকে নির্বাচিত নমুনার আধেয় ডাউনলোড ও স্ক্রিনশটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেসব আধেয় তথা ডাটা ডাউনলোড করা সম্ভব হয় নি, সেগুলো ফেসবুক পেজ থেকে হাতে লিখে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক উপাত্তের ওপর নির্ভরশীল, তাই উপর্যুক্তভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করাই যুক্তিসংগত।

গবেষণা টুলস

Ongoing website context tracking অর্থাৎ সচল ওয়েবসাইট থেকে আধেয় ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ইমেজ ও ডকুমেন্ট দেখা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় প্রাপ্ত চিত্র বা ছবির সেমিওটিক পদ্ধতিতে অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে।

সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা বাছাইয়ের কারণে গবেষণা ফলাফল কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। ইন্টারনেটভিত্তিক হওয়ায় তথ্য প্রাপ্তিতে কিছুটা সমস্যা হয়েছে।

উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন : ফেসবুকের পেজগুলো কতটা সক্রিয় তা জানার জন্য ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে নমুনাকৃত পেজগুলোতে পোস্টের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে এ সময়ের মধ্যে আপলোডকৃত পোস্টের পরিমাণগত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

সারণি ১

পাঁচটি পেজে মোট পোস্ট, মন্তব্য ও শেয়ারকৃত পোস্টের সংখ্যা

পেজের নাম	পোস্টের সংখ্যা	মন্তব্যের সংখ্যা	শেয়ারকৃত পোস্টের সংখ্যা
'বাংলাদেশি স্কুল কলেজ এর মেয়ে দের সকল ফটু'	৮৮৭	১১৫০	২২৪
'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর'	২৫০	৫২০	১৮৭
'বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে'	৬৭৭	৯৪৫	১৭৭
'অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...'	৮৮৪	১৫০	২৬৫
'ফেসবুক ওড়না পার্টি ও নারী অবমাননাকারী পেইজ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান'	২০৫	৩৩০	৭৮

বিশ্লেষণ : ছক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, উপর্যুক্ত পাঁচটি পেজের মধ্যে 'বাংলাদেশি স্কুল কলেজ এর মেয়ে দের সকল ফটু' পেজটি ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। এই পেজে ভিন্ন ভিন্ন মেয়ের ছবিসহ নাম ও তার ফোন নম্বর আপলোড করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এরপর রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য 'অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...' পেজটিও সক্রিয়। এটি মূলত সরকারবিরোধী এবং বিএনপির পক্ষে প্রচারণা চালায়। অন্যদিকে, 'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর' পেজটি তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয়। যেসব ছবি বা পোস্টে যৌনতার গন্ধ আছে, এখানে সেগুলোই শেয়ার করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

পাঁচটি পেজের পোস্ট, মন্তব্য ও শেয়ারকৃত পোস্টের সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

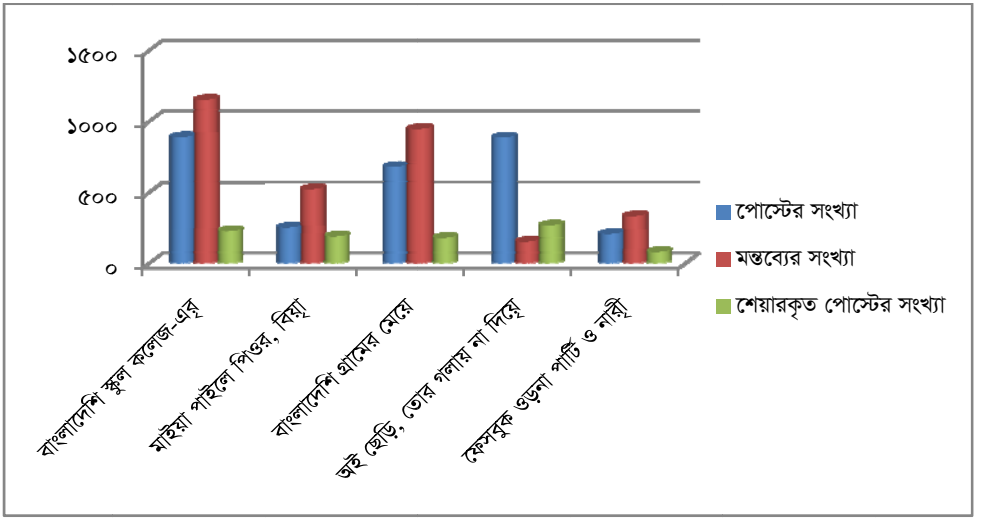

গুণগত আধেয় বিশ্লেষণ

গুণগত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নিম্নে পেজগুলো থেকে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হলো :

সারণি ২

পেজ	'অই ছেড়ি, তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...'					
সময়	পোস্টের ধরন	পোস্ট সম্পর্কে ধারণা	লাইক	মন্তব্যের সংখ্যা	মন্তব্য (পুরুষদের)	অসংবেদনশীল ভাষা (শব্দ ও প্রতীক)
২০ জানুয়ারি ২০১৪	লিখিত বক্তব্য + ছবি	কৃষ্ণপদ রায়কে হত্যার হুমকি ও তার পরিবারের ছবি	৪১	২	উৎসাহপ্রদানমূলক মন্তব্য	রাজনৈতিক প্রচারণার ক্ষেত্রেও নারীকে ব্যবহার ও অসংবেদনশীল ভাষার আশ্রয় গ্রহণ।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	লিখিত বক্তব্য + ছবি	ছাত্রলীগে হামলা সম্পর্কে	৯৬	১৪	উৎসাহপ্রদানমূলক
২২ মে ২০১৪	লেখা সংবলিত ছবি	নায়িকা মৌসুমীর গোপন ভিডিও সংক্রান্ত	৯৭	-	-

বিশ্লেষণ : 'অই ছেড়ি, তোর গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...' পেজের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। অথচ এই পেজের নামে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের শব্দ নেই। এর নামকরণ করা হয়েছে নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য সহযোগে। এ পেজের নামের মধ্যেও জেন্ডার অসংবেদনশীলতা বিদ্যমান। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ ধরনের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি ৩

পেজ	'বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে'					
সময়	**পোস্টের ধরন**	**পোস্ট সম্পর্কে ধারণা**	**লাইক**	**মন্তব্যের সংখ্যা**	**মন্তব্য (পুরুষদের)**	**অসংবেদনশীল ভাষা (শব্দ ও প্রতীক)**
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	ছবি + লিখিত বক্তব্য	একটি মেয়ের ছবি ও ফোন নম্বর দিয়ে প্রেম করার আহ্বান জানানো হয়েছে।	২৩৭	৯৫	পর্ন ছবি, বিভিন্ন প্রতীক ও ভাষা ব্যবহার করে মন্তব্য করা হয়েছে। অনেকেই ফোন নম্বর দিয়েছে কল করার জন্য।	জারয পুলা, মাদার চুদ, পুরুষাঙ্গের ছবি, সেক্সি, মাগি, মাল, শালি ইত্যাদি।
৩ মার্চ ২০১৪	ছবি + লিখিত বক্তব্য	একটি মেয়ের ছবি ও ফোন নম্বর দিয়ে প্রেম করার আহ্বান জানানো হয়েছে।	২৯৭	১০৯	ছবি, বিভিন্ন প্রতীক ও ভাষা ব্যবহার করে মন্তব্য করা হয়েছে। অনেকেই ফোন নম্বর দিয়েছে কল করার জন্য। আবার অনেকেই অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে মন্তব্য করেছে।	বাজে মেয়ে, সেক্সি, খানকি, ফাকিং গার্ল, চুদানী ইত্যাদি।
৫ এপ্রিল ২০১৪	ছবি + লিখিত	একটি মেয়ের ছবি ও ফোন নম্বর দিয়ে প্রেম	২০৭	৯৩	ছবি, বিভিন্ন প্রতীক ও ভাষা ব্যবহার করে মন্তব্য করা হয়েছে।	

বক্তব্য	করার আহ্বান জানানো হয়েছে।	অনেকেই ফোন নম্বর দিয়েছে কল করার জন্য। আবার অনেকেই অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে মন্তব্য করেছে।

বিশ্লেষণ : 'বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে' নামক পেজে পুরুষ সম্পর্কে জারয পুলা, মাদার চুদ এবং নারী সম্পর্কে সেক্সি, মাগি, মাল, শালি, বাজে মেয়ে, সেক্সি, খানকি, ফাকিং গার্ল, চুদানী ইত্যাদি অসংবেদনশীল শব্দ ও শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। নারীদের ছবিতে অসংবেদনশীল ভাষা, শব্দ ও প্রতীক, যেমন পুরুষাঙ্গের ছবি, পর্ন ছবি ও নারীদের গোপনাঙ্গের ছবি ব্যবহার করে মন্তব্য করা হয়েছে।

সারণি ৪

পেজ	**'ফেসবুক ওড়না পার্টি ও নারী অবমাননাকারী পেইজ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান'**					
সময়	**পোস্টের ধরন**	**পোস্ট সম্পর্কে ধারণা**	**লাইক**	**মন্তব্যের সংখ্যা**	**মন্তব্য (পুরুষদের)**	**অসংবেদনশীল ভাষা (শব্দ ও প্রতীক)**
১৩ মার্চ ২০১৪	লিখিত বক্তব্য	ধর্ষণ সম্পর্কে তসলিমা নাসরিনের স্ট্যাটাস	১৬	২	নারীর পোশাক সম্পর্কে বক্তব্যের সূত্রে তসলিমা নাসরিনকে ইতরশ্রেণি হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে।	ধর্ষিতা, ইতর, অর্ধ-উলঙ্গ তথা সম্পূর্ণ লেখাতেই অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।
৪ জুন ২০১৪	লিখিত বক্তব্য	নারী-পুরুষের মন সম্পর্কে	৯	৪	কনডমের ছবি দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে।	
২২ জুন ২০১৪	লিখিত বক্তব্য	ভার্চুয়াল ধর্ষণ সম্পর্কে	২৭	-	-	

বিশ্লেষণ : 'ফেসবুক ওড়না পার্টি ও নারী অবমাননাকারী পেইজ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান' পেজটি ফেসবুকের নারী অবমাননাকর পেজগুলোর প্রতিবাদে খোলা হয়েছে। এখানে, পুরুষতান্ত্রিকতাকে কটাক্ষ করে নারীর পক্ষে যুক্তি প্রদান করে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দেওয়া হয়। এ পেজের সমর্থকরা জেন্ডার সংবেদনশীল হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাদের লেখার ভাষা ততটা সংবেদনশীল নয়; যেমন, ধর্ষণ সম্পর্কে তসলিমা নাসরীনের বক্তব্যের সূত্রে তাঁকে ইতরশ্রেণি বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

সারণি ৫

পেজ	'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর'					
সময়	**পোস্টের ধরন**	**পোস্ট সম্পর্কে ধারণা**	**লাইক**	**মন্তব্যের সংখ্যা**	**মন্তব্য (পুরুষদের)**	**অসংবেদনশীল ভাষা (শব্দ ও প্রতীক)**
২ এপ্রিল ২০১৪	লিখিত	নারীর পোশাক নিয়ে কৌতুক	৭	নেই	নেই	নারীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ পোস্টটি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এতে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।
১৩ মে ২০১৪	লিখিত	বউ সম্পর্কে রচনা (কৌতুক করার উদ্দেশ্যে)	৬	নেই	নেই	এখানে বউ তথা নারীকে গৃহপালিত প্রাণী ও চাপাবাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা সাধারণ মানুষের মতো। অর্থাৎ নারী মানুষ নয়, বরং মানুষের মতো।
১২ মে ২০১৪	লিখিত	নারীদের পরকীয়া সম্পর্কে	১২	৭		এখানে নারীকে দুশ্চরিত্রের অধিকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যায়, 'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর' পেজটির মাধ্যমে নারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অসংবেদনশীল কৌতুক করা হয়েছে। অহেতুক মজা ও হাস্যরসের উদ্দেশ্যে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন ও উপহাসের পাত্র করা হয়েছে। মূলত এসব কৌতুকের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবেরই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে প্রথাগত ধারায় নারীকে চাপাবাজ, দুশ্চরিত্রের অধিকারী, পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। এমনকি নারীকে গৃহপালিত পশু হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৬

পেজ	'বাংলাদেশি স্কুল কলেজ এর মেয়ে দের সকল ফটু'					
সময়	**পোস্টের ধরন**	**পোস্ট সম্পর্কে ধারণা**	**লাইক**	**মন্তব্যের সংখ্যা**	**মন্তব্য (পুরুষদের)**	**অসংবেদনশীল ভাষা (শব্দ ও প্রতীক)**
৪ জুন ২০১৪	ছবি + লিখিত স্ট্যাটাস	একটি মেয়ের ছবিসহ তার ফোন নম্বর দিয়ে সবাইকে প্রেমের		২৭	১১ জন ফোন নম্বর দিয়ে কল করতে বলেছেন।	

		আহ্বান জানানো হয়েছে।		অনেকে মেয়েটিকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছেন। কয়েকজন মেয়েটিকে গালি দিয়ে মন্তব্য করেছেন।	বেইস্যা
৭ জুন ২০১৪	লিখিত স্ট্যাটাস	ধর্ষণ সম্পর্কিত সংবাদ		নেই	ধর্ষীতা
১০ জুন ২০১৪	ছবি + লিখিত স্ট্যাটাস	বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা প্রসঙ্গে মেয়ের বক্তব্য	৫	ছেলেদের লিঙ্গের ছবি ও খারাপ মন্তব্য করা হয়েছে।	চুদস, পুরুষাঙ্গের ব্যবহার

বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত চিত্রে, ভিন্ন ভিন্ন মেয়েদের ছবিসহ নাম, ফোন নম্বর দিয়ে বলা হয়েছে যে সে প্রেম করতে আগ্রহী। এখানে মেয়েদের ছবিতে বিভিন্ন ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য করা হয়েছে। সবগুলো মন্তব্যই ছেলেদের। এখানে, নারী সম্পর্কে ফাকিং গার্ল (যৌনকর্মী), সেক্সি, বেশ্যা, ধর্ষিতা ইত্যাদি অসংবেদনশীল ভাষা এবং পুরুষাঙ্গ ব্যবহার করে তার (পুরুষের) যৌন চাহিদা পূরণে ওই মেয়েকে (যার ছবি তাকে) ব্যবহার করার ও টাকার বিনিময়ে নারীর শরীর ভোগ করার লালসা ব্যক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি নারীরাই খারাপ এমন মনোভাবের প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে দেখা যায়, নারীর ছবি ও নাম ব্যবহার করে ফেসবুকে নারীদের সম্পর্কে অসংবেদনশীল বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শনের উন্মুক্ত জায়গা হিসেবে ফেসবুককে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ফেসবুকের মাধ্যমে অল্প সময় ও অধিক দ্রুত অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে, ভার্চুয়াল জগতেও নারীরা নিরাপদ নয়।

ফলাফল : উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

নারী ও প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিকতা : ফেসবুক পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারা প্রকাশ, প্রচার ও সমর্থন আদায়ের একটি উন্মুক্ত ও জনপ্রিয় জায়গা। এখানে যে কেউ যে কোনো নামে মিথ্যা আইডি ও পাবলিক পেজ খুলে ইচ্ছেমতো নারীর প্রতি অবমাননাকর তথ্য, ভাষা, শব্দ, চিত্র, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করে মতপ্রকাশ করতে পারে। প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারা বজায় রাখতে ও দীর্ঘস্থায়ী করতে ফেসবুকের অবদান অপরিসীম। ফেসবুকে বিভিন্ন পাবলিক পেজ খুলে সেখানে নারীবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে।

পুরুষের ভোগ্যপণ্য নারী : প্রায় প্রতিটি পেজে নারীকে পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণকারী রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে। পেজগুলোর প্রোফাইলে নারীর বিশেষ ভঙ্গিমার ছবি, মন্তব্যে নারীর যৌনাঙ্গ, পুরুষাঙ্গের

ছবি, পর্ন ছবি প্রদান এবং মন্তব্যের ভাষা থেকে বোঝা যায়, নারীমাত্রের জন্মই হয়েছে একটা মাত্র উদ্দেশ্যে। আর সেটা হলো পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানো ও অসংবেদনশীল অশ্রাব্য ভাষা শ্রবণ।

অসংবেদনশীলতা : নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি অবমাননাকর চিত্রের উপস্থিতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হলেও পুরুষের তুলনায় নারীর প্রতি অবমাননাকর চিত্রই পেজগুলোতে বেশি পাওয়া গেছে। বাছাইকৃত পেজগুলোর ২৯০৩টি পোস্টের মধ্যে শুধু একটি পোস্টে বলা হয়েছে 'জারয পুলা', 'মাদার চুদ' শব্দবন্ধ, যার দ্বারা পুরুষের অবমাননা করা হয়েছে। তবে এ মন্তব্যটি পুরুষের, কোনো নারীর নয়। অন্যদিকে, পেজগুলোর সকল পোস্ট, ছবি ও মন্তব্যজুড়ে রয়েছে নারীর প্রতি অবমাননার চিত্র। লক্ষণীয় যে, এ দুটো শব্দবন্ধ ('জারয পুলা', 'মাদার চুদ') গালি হিসেবে বাহ্যত পুরুষের প্রতি প্রয়োজ্য প্রকৃতঅর্থে নারীই আক্রমণের প্রধান শিকার। কারণ দুটো প্রয়োগেই নারীর বিকৃত যৌনসম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার প্রথমটি বিবাহবহির্ভূত ও অবৈধ এবং পরেরটি অজাচার।

গ্রুপের মাধ্যমে অসংবেদনশীলতা : 'বাংলাদেশি গ্রামের মেয়ে', 'বাংলাদেশি স্কুল কলেজ এর মেয়েদের ফটু', 'মাইয়া পাইলে পিওর - বিয়া করমু সিওর', 'অই ছেড়ি তোর ওড়না গলায় না দিয়া বুকে দে, কামে দিবো...' এবং 'ফেসবুকের ওড়না পার্টি ও নারীর প্রতি অবমাননাকর পেইজ গুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান' নামে পাবলিক পেজ খোলায় গ্রুপের মাধ্যমে নারীর প্রতি অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। তদুপরি, পেজগুলোতে নারীর প্রতি অবমাননাকর ভাষা, শব্দ, চিত্র, ছবি, প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন, সেক্সি, মাগি, মাল, শালি, বাজে মেয়ে, ধর্ষিতা, খানকি, ফাকিং গার্ল, চুদানী ইত্যাদি। এ ছাড়াও, পুরুষাঙ্গের ছবি, পর্ন ছবি ও নারীদের গোপনাঙ্গের ছবি ব্যবহার করে মন্তব্য করা হয়েছে।

যৌনতাভিত্তিক বা লিঙ্গবাদী সমাজ সৃষ্টি : ফেসবুক আক্রমণাত্মক ও নগ্নভাবে যৌনতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেক্সিয়েস্ট সমাজ নামক এক ধরনের কাল্পনিক ও ভার্চুয়াল জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে এর মাধ্যমে। উপর্যুক্ত পেজগুলোতে সেক্স তথা যৌনতাই হলো আলোচনার মুখ্য বিষয়। ফেসবুকে খুব সহজেই নিজের পরিচয় গোপন করে যে কোনো আধেয় প্রকাশ করা যায়। অন্য কেউ আধেয় প্রকাশকারীর নামধাম জানতে পারে না বলে তাদের নিজেদের সম্মানহানির আশঙ্কা থাকে না। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেক্সসর্বস্বতাকে খুব সহজেই ব্যবহারকারীদের মনে ও মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। এ কাজগুলো করছে পুরুষ তথা ছেলেরা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রমশ একটি সেক্সিয়েস্ট সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে।

মেয়ে/নারীদের স্বাভাবিক জীবনের প্রতি হুমকি : ফেসবুকে অসংখ্য মেয়ের অজান্তেই তাদের নাম, ছবি ও ফোন নম্বর প্রদান করা হচ্ছে এর বিভিন্ন পাবলিক পেজে। ফলে মেয়েদের সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পারিবারিকভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারা। কোনোরূপ অপরাধ না করেই তাদের অপরাধের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। তাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবার অনেক ছেলে ফেসবুকে ছবি ছাড়ার হুমকি দিয়ে অনেক মেয়েকে ব্ল্যাকমেইলও করছে। যে কারণে মেয়ে/নারীরা তাদের স্বাভাবিক জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা ভুগছে।

তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতন : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক তরুণদের কাছে অধিক জনপ্রিয়। ফেসবুকে বিভিন্ন পাবলিক পেজ খুলে নারীর প্রতি অসংবেদনশীলতা তারাই প্রকাশ করছে বেশি। ফলে এদেশের তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতনের বিষয়টি স্পষ্ট। তারা জেন্ডার বৈষম্যহীন তথা জেন্ডার ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ সৃষ্টির পরিবর্তে সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য ও অসংবেদনশীলতাকে জিইয়ে রাখতে ও দীর্ঘস্থায়ী করতে ভূমিকা রাখছে।

ভিজ্যুয়াল প্লেজারিজমের বিকাশ : ফেসবুকে পুরুষ/ছেলেরা নারী/মেয়েদের বিভিন্ন ছবি, কমেন্ট ও স্ট্যাটাস প্রদানের মাধ্যমে এক ধরনের ভার্চুয়াল আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। নারীবাদী তাত্ত্বিক লঁরা মালভির ভিজ্যুয়াল প্লেজারিজম তত্ত্বের আলোকে যাকে স্ট্যাটাস প্লেজারিজম বলে আখ্যায়িত করা যায়।

উদ্দেশ্যহীন ও মাদকাসক্ত তরুণ সমাজের উন্মত্ততা : উদ্দেশ্যহীন, নেশাগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত তরুণেরাই মূলত ফেসবুকে নারীকে নিয়ে বিকৃত চর্চায় মত্ত থাকে এবং সেখান থেকে আনন্দ পায়। এরাই ফেসবুকে এ ধরনের পাবলিক পেজ খুলে সেগুলোকে সক্রিয় রাখে।

বিকৃত রুচির বিস্তার : এক শ্রেণির বিকৃত রুচির তরুণ ফেসবুকে এ ধরনের পেজ সচল রেখে নিজেরা যেমন বিকৃত রুচির চর্চা অব্যাহত রাখে, তেমনি খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। অতি দ্রুত বিকৃত রুচির বিস্তার লাভ করার ক্ষেত্রে ফেসবুক অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

বিকারগ্রস্ত সমাজ : ফেসবুকে এ ধরনের অসংখ্য পাবলিক পেজ সচল থাকার বিষয়টা বিকারগ্রস্ত সমাজের পরিচয় বহন করে।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন : এ ধরনের বিভিন্ন পাবলিক পেজ খুলে মেয়েদের অজান্তেই তাদের ছবি পোস্ট করে তাদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করা হচ্ছে অহরহ। এতে মেয়ে/নারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যেমন লঙ্ঘিত হচ্ছে, তেমনি তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাও খর্ব হচ্ছে। এতে অনেক নারী/মেয়ের জীবন চরম নিরাপত্তাহীন ও দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

বিদ্যমান আইন এবং সোশ্যাল মিডিয়া

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারা অনুযায়ী, (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা ইহলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি [অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে] এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_print_sections.php?id=950&vol=&sections_id=28868)।

সুপারিশ

এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হলো :

- তরুণসমাজকে পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা;
- তরুণদের সমাজ গঠনমূলক বিভিন্ন ইতিবাচক কাজে উৎসাহিত করা;
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করা;
- ফেসবুকে যাতে কেউ ফেইক তথা মিথ্যা আইডি খুলতে না পারে, সেজন্য পাবলিক আইডি খোলার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা তৈরির জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা;
- নারীর প্রতি অসংবেদশীলতা কমাতে ফেসবুকে পাবলিক পেজ খোলার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-নিষেধ ও নিয়মকানুন থাকা দরকার;
- ফেসবুকের ইতিবাচক ব্যবহার সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা;
- ফেসবুকে জেন্ডার অসংবেদনশীলতা প্রতিরোধে নারীবাদী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- অবমাননাকর পেজ খোলার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান সংযোজন করে সম্ভাব্য অপব্যবহার এড়িয়ে আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি) আইন ২০১৩-এর ৫৭ ধারার প্রয়োগ করা;

সর্বোপরি বলা যায়, জেন্ডার অসংবেদনশীলতা প্রতিরোধ করতে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষ করে ফেসবুকের অসংবেদনশীলতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তরুণসমাজের সচেতন হওয়া জরুরি।

শরীফা উম্মে শিরিন প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। sushirin.mcj.du@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. ইসলাম, রাইসুল (২০১০), ফেইসবুকে জেন্ডার মুখচ্ছবি; ফেরদৌস, রোবায়েত; রহমান, সামিয়া; চৌধুরী, সাবরিনা সুলতানা (২০১০), *জেন্ডার যোগাযোগ*, ঢাকা: বাঙলায়ন

২. Hall, Stuart (2002), *REPRESENTATION*, SAGE Publications London.Thousand Oakso New Delhi.

৩. হক, ফাহমিদুল (২০১৫) *রেপ্রিজেন্টেশন* (স্টুয়ার্ট হল, ১৯৯৭), ঢাকা: সংহতি।

৪. নিরীক্ষা (অক্টোবার ২০১১-জুন ২০১২), ডিজিটাল বাংলাদেশ ও নিওমিডিয়া, সংখ্যা ১৯২-১৯৩।

৫. Basin, Kamla (2000), *Understanding Gender*, New Delhi: Kali for Women.

৬. Kerlinger, F. N. (1986). *Foundation Of behavioural research* (3rd ed.), New York: Holt, Renehart and Winston.

৭. Lasswell, H.D., Leits, N., & Associates (Eds.), (1965). *Language of politicts*, Cambridge: MIT Press.

৮. Mitra & Watts (2002); Bryant, Erin (2008). *Critical Examination of Gender Representation on Facebook Profile*, Pullman: Washington State University.

৯. Prasad, B. Devi (2008). Content Analysis: A method in Social Science Research.

১০. Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (1994). *Mass Media Research: An Introduction* (4th ed), California: Wadsworth.

১১. www.statista.com/statistics272014

১২. http://www.loooker,contentuplouds/2014 Gender differences in facebook self presentation an international randomized.

১৩. http://www.notun-dincom/archive/?p=17024

১৪. http://www.contentanalysis.org

১৫. www.askbd.org/ask/2013/10/09/ict-amentment/act-2013

১৬. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_print_sections.php?id=950&vol=&sections_id=28868.

১৭. https://www.facebook.com/BD.ok390/?fref=ts, accessed 25 May 2014.

১৮. https://www.facebook.com/বাংলাদেশি-গ্রামের-মেয়ে-293830120817517/, accessed 25 May, 2014.

১৯. https://www.facebook.com/groups/500437986754534/, accessed 1 June 2014.

২০. https://www.facebook.com/Orna.Porun/, accessed 2 June 2014.

২১. https://www.facebook.com/ban.ornapages/?fref=ts, accessed 2 June 2014.